পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা

নাম : সুতৃষ্ণা সামন্ত

বিভাগ : সমাজতত্ত্ব

সেমিস্টার : ৬ষ্ঠ

পেপার : DSE 4

ক্রমিক নং : ১১১৬১১৬-২০০২৫৪

রেজিস্ট্রেশান নং : ১১৬০২৪০ (২০২০-২০২১)

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

ঘোষণা পত্র

আমি এত দ্বারা ঘোষনা করছি যে, "পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা", শীর্ষকে যে অনুসন্ধানমূলক কাজটি উপস্থাপন করেছি সেটি সমাজতত্ত্বে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার একটি আংশিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ আমি অধ্যাপক ড: হাসিবুল রহমান এর অধীনে সম্পূর্ণ করেছি। সঙ্গে আমি আরোও ঘোষণা করছি যে এই অনুসন্ধান কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক এবং এই কাজটি আমি আংশিক বা সমানভাবে অতীতের কথা উপস্থাপন করিনি এবং ভবিষ্যতেও করবো না।

অধ্যাক্ষকের স্বাক্ষর

(Signature of Supervisor)

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

(Signature of Candidate)

সূচিপত্র
(CONTENT)

অধ্যায় নং		অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)		(I)
প্রথম অধ্যায়	১. ভূমিকা (Introduction)		১-২
	ক)	পনপ্রথার সংজ্ঞা	২
	খ)	পনপ্রথার ইতিহাস	৩
	গ)	পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য	৩
	১.১ বিষয় নির্বাচন (Statement of the Problem)		৪
	১.২ পুস্তক পর্যালোচনা (Review of Literature)		৫-৭
	১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)		৮
	১.৪ গবেষণালব্ধ পদ্ধতি (Research Methodology)		৯-১০
	১.৫ অসুবিধা (Limitations)		১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of Data)		১২-২৩
তৃতীয় অধ্যায়	জীবন বৃত্তি (Case-Study)		২৪-৩৩
চতুর্থ অধ্যায়	সারাংশ ও উপসংহার (Substance & Conclusion)		৩৪-৩৬
	পরিশিষ্ট (Appendix)		৩৭-৪২
	সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি (Reference)		৪৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(Acknowledgement)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতক ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে উপস্থাপিত এই ক্ষেত্রসমীক্ষা। এই ক্ষুদ্র গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে আমি যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ, সহযোগিতা ও নির্দেশনা লাভ করেছি তাদেরকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ পীযূষ কান্তি ত্রিপাঠি মহাশয়কে । যার অনুমতি ছাড়া আমরা আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। এরপর কৃতজ্ঞতা জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান ডঃ হাসিবুল রহমান স্যারকে। যার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করেছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষিকা ডঃ অনন্যা চ্যাটার্জী ও মৌতন রায় মহাশয় কে। সমীক্ষা ও গবেষণার কাজে যাদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি, এবং পরিবারের পিতা মাতা ও পরিবারের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই, যারা এই গবেষণাটি গড়ে তুলতে মনোবল ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এনাদের প্রত্যেকের সাহায্য ছাড়া এই গবেষণাটি রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না।

মুরাদপুর গ্রামের বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা আশ্রমের সেই সকল ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাদের থাকা খাওয়া ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও গ্রামের প্রত্যেক জনসাধারণ যারা আমাদের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই সেই সকল গ্রন্থ রচয়িতাদের যাদের বই দেখে আমরা আমাদের এই পণপ্রথা নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে সফল হয়েছি। ধন্যবাদ জানাই আমার সকল বন্ধু-বান্ধবীদের যারা আমার সঙ্গে থেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে।

তারিখ :

ইতি

সুতৃষ্ণা সামন্ত

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. Sutrishna Samanta, Semester:- Six, Roll No:- 1116116-200254 has done intersive field work at Muradpur Village, Chandipur, Purba Medinipur under my supervision.

DR. HASIBUL RAHAMAN
Depertment of Sociology
Haldia Govt. College

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা (Introduction) :–

সামাজিক সমস্যা কম বেশি সকল সমাজেই আছে। ব্যক্তি জীবনে এবং পরিবার জীবনে মানুষের যেমন বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় তেমনি সমাজ জীবনেও মানুষকে নানা সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। সমাজ সৃষ্টির পর থেকে সদস্যরা সামাজিক সমস্যা অনুভব করছে। এ সমস্যা সমাজের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়, সামাজিক সমস্যা মূলত সমাজেরই এক ধরণের অবস্থা যা মানুষ পছন্দ করে না আর কামনাও করে না। এই সমস্যা এমন একটি সমস্যা যেখানে মানুষ পড়তে চায়না, আর যদি সমস্যায় পড়ে যায় তাহলে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে। প্রাকৃতিক, ভৌগলিক, দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি। নানা কারণ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন, যেগুলি হল নিম্নরূপ

'ড্রাইডেন' এর মতে, - "সামাজিক সমস্যা বলতে এমন এক পরিস্থিতিকে বোঝায় যা চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব এবং হতাশা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে"।

'হর্টন ও লেসলি' এর মতে, - "সামাজিক সমস্যা হলো এমন এক সামাজিক অবস্থা যা সামাজের অধিকাংশ লোকের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সংঘবদ্ধভাবে যা মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়"।

'এল কে ফ্রাঙ্ক' এর মতে, - "সামাজিক সমস্যা বলতে এমন একটি সামাজিক অসুবিধা অথবা অসংখ্য লোকের অসদাচরনকে বোঝায় যা সংশোধন করা দরকার।"

সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে নির্দিষ্ঠ কোন প্রকারভেদ আলোচিত হয়নি। সে কারণে সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্নভাবে এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেমন -

'Richard C. Fuller' and 'Richard R. myers' তাঁদের 'The Natural History of a social problem' শীর্ষক গ্রন্থে সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই দুই সমাজবিজ্ঞানী তিন ধরণের সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন, যথা –

১) প্রাকৃতিক সমস্যাসমূহ (Physical problems)

২) উন্নতিসাধক সমস্যাসমূহ (Ameliorative problems)

৩) নৈতিক সমস্যাসমূহ (Moral problems)

'Clarance Marshall Case' ও সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই সমাজ বিজ্ঞানী চার ধরণের সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন, যথা -

১) প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্ভূত

২) জনসংখ্যার প্রকৃতি বা বণ্টন সম্ভূত

৩) দুর্বল সামাজিক সংগঠনা সম্ভূত এবং

৪) সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক মুল্যবোধসমূহের মধ্যে সংঘাত সম্ভূত।

'R. K. Merton' তাঁর "Social Problems and Sociological Theory" শীর্ষক গ্রন্থে সামাজিক সমস্যাকে 2 ভাগে ভাগ করেছেন, যথা -

১) অসংগঠিত সামাজিক অবস্থা (Social Disorganization) এবং

২) বিচ্যুত ব্যবহার (Deviant Behaviour)

উদাহরন :- সামাজিক সমস্যার উদাহরণ গুলি হল একাডেমিক প্রতারণা, গির্জা- রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতা, হ্যাকিং বিবর্তন শিক্ষা, ঘৃণামূলক বক্তব্য, আত্মহত্যা, শহুরে বিস্তৃতি, ইউনিয়ন ও পণপ্রথা ইত্যাদি।

- **পণপ্রথা :**

বিবাহকে কেন্দ্র করে বা বিবাহ উপলক্ষে পাএ - পাত্রী এবং তাদের বাবা, মা এবং নিকট জ্ঞাতির মধ্যে দান, উপহার এবং অন্যান্য সামাজিক বা ধর্মীয় প্রথানুযায়ী দেনা পাওনা বুঝানোর জন্য পৃথিবীর সব দেশে সব সময়ই বৈবাহিক লেনদেনের প্রথা রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজেও বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেক রকমের লেনদেন হয়ে থাকে, পনপ্রথা তাদের মধ্যে অন্যতম।

একটি সাধারণ পরিবারের বিবাহের সময় যদি ছেলে পক্ষ নিজেদের স্বার্থে ও কল্যাণে মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে কিছু উপহার টাকা, সম্পত্তি ইত্যাদি জোরপূর্বক চেয়ে বসে সেটাই 'পণ' বা 'যৌতুক', আর বর্তমান সমাজে এটা একটা সংস্কার হয়ে উঠেছে। এই সংস্কার বা প্রথাই হল 'পণপ্রথা'।

➢ পণপ্রথার ইতিহাস :

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উঠে আসে, প্রাচীন কালে ব্যবলনীয় সভ্যতা, গ্রীক সম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্যে পণপ্রথার বিশেষ বিস্তর ছিল। কিন্তু ভারতে একাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত পণপ্রথা নেই বললেই চলে।ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসার কয়েক বছর পর 1793 সালে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে এসে ভারতের ভূমি প্রথায় বিশেষ পরিবর্তন আনেন। তিনিই প্রথম শুরু করেন জমিনদার প্রথা ও বংশগত ভূমি ভাগের কথা।

অর্থাৎ, কোন জমিদার মৃত্যু পরবর্তী উত্তর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর পুত্র সন্তানরা পাবেন কিন্তু পাবেনা কণ্যা সন্তান বর্গ, ফলে কন্যার বিবাহের পর তার স্বামী বা স্বামীর পরিবার তার উপর বিশেষভাবে চাপ সৃষ্টি করে, পিতার সম্পত্তির অল্পস্বল্প ভাগিদার হতে থাকে। এই লোভ আসতে আসতে একটা প্রথায় পরিণত হয়। এভাবেই পণ প্রথার উদ্ভব ঘটে।

মনুষ্য জীবনে বিবাহ একটি সামাজিক বিধান, ব্যক্তি ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নে বৃহত্তর সমাজের কল্যান সাধনই এর মূল উদ্দেশ্য, আর 'পণপ্রথা' হল হৃদয়হীন সমাজের নির্লজ্জ নারীপীড়নের অন্যতম হাতিয়ার। নারীর এই অধিকার হরনের চিত্র সর্বযুগের নয়, এই ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় আছে ঋকবেদে কক্ষীবানের কন্যা সম্প্রদানের ঘটনায়, মহাভারতে সুশ্রুত উপাখ্যানে, আমাদের বঙ্গভূমিতে রাজা বল্লাল সেনের আমল থেকে কৌলিন্য প্রথার ফলে কুলীন পাত্রের চাহিদা বিয়ের বাজারে বেড়েছিল অস্বাভাবিক রকম। কন্যা অরক্ষণীয়া হাওয়ার আগে পাত্রস্ত করে সামাজিক নিপীড়ন থেকে পরিত্রান পেতে চাইতেন পিতা-মাতা, মোটা অর্থে প্রাপ্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ছাতনা তলায় টোপর মাথায় দাঁড়াতেন কুলীন বংশীয় তনয়। এ হল আমাদের 'পন ও যৌতুক প্রথার ইতিহাস'।

➢ পণপ্রথার বৈশিষ্ট্য :

পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য গুলি হল নিম্নরুপ-

১) পণ একটি ঘৃণাযুক্ত অপরাধ, যেটিকে অধিকাংশ মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে।

২) পন দেওয়া বা পন নেওয়ার সঙ্গে যুক্ত উভয় পক্ষেরই শাস্তির বিধান আছে।

৩) পাত্রপক্ষ পন দাবি করলে, যাঁর কাছে দাবি করেছে তিনি নিজে বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় থানায় এফ আই আর করতে পারেন।

৪) পনজনিত মৃত্যু হলে শুধু জিডি বা জেনারেল ডায়েরি করলে হবে না রীতিমতো ফার্স্ট ইনফরমেশান রিপোর্ট বা এফ আই আর দাখিল করতে হয়।

৫) অনেক সময় দেখা যায় পণ নেওয়ার পরও মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে নিগৃহিতা হন।

১.১ বিষয় নির্বাচন (statement of the problem) :

পনপ্রথা কীভবে সমাজে প্রভাব ফেলে এবং পণ না দেওয়ার কারণে মহিলাদের উপর যে বিশেষ ও শারিরিক নির্যাতন করা হয়, এবং এইপ্রথার জন্য বর্তমানে বিবাহ ব্যবস্থাটা অনেকটা ব্যবসায় পরিনত হয়, পন দিতে না পারায় বিবাহ বিচ্ছেদ ও হয়। নারী বা বধূ নির্যাতন ও হয়, এই সমস্ত বিষয়গুলি আরোও গাভীরে জানার জন্য আমরা পনপ্রথা বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ছিলাম, এবং 'পনপ্রথা নিয়ে, 'মুরাদপুর' ও 'নানকারচক্' নামক দুটি গ্রামে সমীক্ষা করেছিলাম।

পণপ্রথা একটি সামাজিক সমস্যা, পাঞ্জাব, বিহার, হরিয়ানা, এই সমস্ত যায়গায় পন না দিতে পারায় বিচ্ছেদ হচ্ছে। এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং এই সমস্যাটি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে কতটা গভীরে আছে তা নির্বাচন করার জন্য আমরা এই পনপ্রথা বিষয়টি বেছে নিয়েছি।

১.২ পুস্তক পর্যালোচনা (Review of Literature) :

ভারতের 'সামাজিক সমস্যা' নামক বইটি লিখেছেন, 'অনাদিকুমার মহাপাত্র' তিনি এই বইটিতে 'নারী নির্যাতন' নামক একটি অধ্যায়ে 'পনবলি' অর্থাৎ পনপ্রথার কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা তার ছোটো গল্প 'দেনা পাওনা' তে পণপ্রথা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। এই গল্পটিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পনপ্রথার করুন চিত্র তুলে ধরেছেন যেখানে তিনি দেখিয়েছেন নিরুপমা নামক একটি গরিবের মেয়ে পনপ্রথার দরুন তার জীবন অচীরে ধ্বংস হয়েছে। এই নিরুপমা হল এই গল্পের মূল নায়িকা।

'সামাজিক সমস্যা' নামক বইটি লিখেছেন, 'অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরি' তিনি এই বইটিতে পনপ্রথা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বর্তমান সমাজের পরিচিত নাম পনপ্রথা, এটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে বিবাহ নামে সামাজিক প্রক্রিয়াটির সাথে। মনুষ্য সমাজে এটি প্রবর্তিত হয়েছিল মানুষের যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য। এটি আবার পারিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির সাথে খুব নিবীড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, এককথায় বলা যায় পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক। এই বিবাহ প্রক্রিয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা ও গঠন সমাজ ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবাহের উপস্থিতি সর্বত্র। আর এই বিবাহ নামটির আগমণের সাথে সাথে পনপ্রথা বা যৌতুক শব্দটির আগমন ঘটে। এই পনপ্রথার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই তবুও দেখা যায় কন্যার পিতামাতা প্রচুর পরিমাণ পনদান করে। এর কারণ হিসাবে সমাজ বিজ্ঞানীগন মনে করেন যে, কন্যার জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে এই ধরণের সম্পত্তি দান করেন। উদাহরণ হিসাবে রাজপুত সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়, যারা বিবাহের পর পনস্বরূপ বহু পরিমাণ যৌতুক দান করেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে এই ধরণের পনদান ও গ্রহণ আইন স্বীকৃত না হলেও সমাজ স্বীকৃতি ও বহুল প্রচলিত। শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের নয় খ্রিস্টানদের মধ্যেও এই প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতে কেরালায় মর্যাদা প্রকাশের লক্ষ্যে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বিবাহে পন দান করে। (Ahuja, Mukhesh, 1996)

পনপ্রথা আমাদের সমাজের একটি অন্ধকার দিককে চিহ্নিত করে। বর্তমানে বহু শিক্ষিত পরিবারেও এই প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এই পনপ্রথা, আমরা যদি আমাদের সমাজ থেকে কিছুটা বেরিয়ে বাহিরাগত সমাজের দিকে চোখ রাখি তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন সমাজে দেখতে পাবো যে যেখানে পানপ্রথার অস্তিত্বই নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পৌঁছে ও আমরা অন্যান্য দেশ থেকে কতটা পিছিয়ে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদির দিকে আমরা দিনের পর দিন উন্নতি করলেও আমাদের চিন্তাভাবনার কোনো বিশেষ উন্নতি হয়নি। এই দিকে একজন প্রাচীন মানবের সাথে আমাদের কোন পার্থক্য নেই। (G. R. Madan, 1933)

পনপ্রথার লেনদেন আমাদের সমাজে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে অনেকে মনে করে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার মাপকাঠি। কে কতটা পন পেল সেটাই যেন অনেকের দৃষ্টিতে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার নির্ণায়ক। এই কারণেই আমাদের সমাজে বিয়ে নামক সামাজিক পক্রিয়াটি বর্তমানে একটি বিনিময় প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা প্রচলিত কথায় বলে থাকি যে বিবাহ হল কমবেশি স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যকার দ্বৈত সম্পর্ক যা মানুষের বংশ বিস্তার বা সন্তান গ্রহনের পরেও বজায় থাকে। কিন্তু এর বাস্তব রূপ কি এটাই? যাইহোক বিবাহ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পানপ্রথার প্রসঙ্গটি আলোচনা পূর্বে ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞানের ধারায় চোখ ফেরালে দেখা যায় প্রাচীনকালে পনপ্রথা বা উপহার দানপ্রথা আদিম অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যে সময় কোন বাড়িতে অতিথি এলে তাকে যৌতুক দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল, তখন বিভিন্ন সমাজে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সন্ধি কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে রাজত্ব দানের রীতি চালুছিল। প্রাগ ঐতিহাসিক যুগে ভারতীয় সমাজের রত্নালংকার দাসদাসী, গরু, মহিষ, হাতি, প্রকৃতি যৌতুক দেওয়ার প্রথা ছিল। দীনেশ চন্দ সেন কর্তৃক সংগৃহীত ময়মন সিংহ গীতিকা, দেওয়াল, মদিনা এবং পুঁথিসাহিত্যে তার প্রমান মেলে। (Ram Ahuja, 1996)

Ram Ahuja তাঁর "Social problem in India" নামক গ্রন্থে “Dowry death" সম্পর্কে বলেছেন“, Dowry death either by way of Suicide by a harassed wife or murder by the greedy husband and law have indeed become a cause of great concern for parents. Legislators, police, courts and society as a whole”.

FALSE CASES OF DOWRY & SEXUAL HARASSMENT

False Dowry Harassment Cases				False Sexual Harassment Cases			
State	**2011**	**2012**	**2013**	**State**	**2011**	**2012**	**2013**
Rajasthan	5,594	6,241	6,615	Andhra Pradesh	288	228	324
Andhra Pradesh	1,745	1,049	1,157	Haryana	17	16	31
Haryana	685	834	982	Kerala	18	16	11
Assam	655	376	83	Maharashtra	15	7	22
Bihar	141	570	695	Odisha	8	15	19
All India	**10,193**	**10,235**	**10,864**	All India	**386**	**339**	**482**
Total Cases Investigated	92,610	1,03,848	1,12,058		8,420	8,601	11,869

Source- NCRB

অর্থাৎ, এই পনপ্রথা হলো নারী হত্যার অন্যতম পথস্বরূপ। এই পনপ্রথার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মধ্যবিও পরিবারের মহিলারা এই প্রন্থা সংক্রান্ত যন্ত্রণায় বেশি ভুগছে, নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের থেকে। অন্যথায় এই পনপ্রথার স্বীকার হয়ে থাকে এরকম মহিলাদের প্রায় ৭০ শতাংশ মহিলারা, যাদের বয়স হয় ২১-২৪ বছর। তারা শারিরীক ও মানসিক কোনো ভাবেই সাবলম্বী নয়। এই মহিলারা যারা পনপ্রথায় বলি হয়ে থাকে তারা তাদের মৃত্যুর আগে বহু অমানবিক অত্যাচারের স্বীকার হয়ে থাকে। যেমন গায়ে আগুন দেওয়া, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি। অবশেষে বলতে পারি এই পনপ্রথায় বলি মহিলাদের পরিবার তাদের মৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী। (Ram Ahuja, 1997)

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Aims and objectives of the Study) :

পনপ্রথা সম্পর্কে আমাদের যানার অধিক আগ্রহ ছিল, তাই আমরা পণপ্রথার বিষয়টিকে গবেষণার উদ্দেশ্যে হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম। এবং পনপ্রথা বিষয়টিকে নিয়ে 'মুরাদপুর', 'নানকারচক' এই গ্রাম গুলোতে সমীক্ষা করেছিলাম। পনপ্রথা সম্পর্কে এই গ্রামগুলোর লোকজন দের কী মতামত সেগুলো জানার চেষ্টা করেছিলাম, এবং পনপ্রথা সম্পর্কে আমাদের যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, সেগুলি জানার চেষ্টা করেছিলাম সে উদ্দেশ্য গুলি হল নিম্নরূপ –

১) পনপ্রথা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কী ?

২) সমাজে কীভাবে পনপ্রথা দূর করা যেতে পারে ?

৩) পনপ্রথা সম্পর্কে সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কী না ?

৪) পনপ্রথার প্রভাব কতরকম ভাবে হতে পারে ?

৫) পনপ্রথা বিষয়টিকে এখনকার সমাজ কতটা গুরুত্ব দেয় ?

৬) পন দেওয়া নেওয়ার বিষয়টা কতটা পরিমাণে কমেছে বা আদও কমেছে কী ?

৭) পানপ্রথা এখনও কেন টিকে আছে ?

৮) এই পনপ্রথার কারণে কতরকম ভাবে অসুবিধা হতে পারে ?

৯) পন না দেওয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে কিনা বা কোনভাবে অত্যাচারিত হয়েছে কিনা ?

এই সমস্ত উদ্দ্যেশ্য ছাড়াও আমাদের আরোও কিছু কিছু উদ্দেশ্য ছিল, যেমন - পনপ্রথার জন্য কারা দায়ী ? পনপ্রথা সমাজে জলন্ত বিষয় হিসাবে দেখা হয় কিনা ? পন দিলে মেয়েরা বেশি মর্যাদা পায় কিনা ? ইত্যাদি।

১.৪ গবেষণামূলক পদ্ধতিবিদ্যা (Research Methodology) :

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী সাম্যানিক সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচন করতে হয়। এই গ্রাম নির্বাচনের বিষয়টি সাধারণত আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বিন্দগন করে থাকেন, বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয় গুলিকে মাথায় রেখে। এবছর ও ব্যাতিক্রম হয়নি।

ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি শুরু করার পূর্বে আমাদের বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা বিন্দগন সমস্ত বিধি সম্মত উপায়ে সঠিক স্থান নির্বাচনের পূর্বে সংলগ্ন স্থানটিতে পরিদর্শণ করে এবং সকল সমাজতাত্ত্বিক দিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গুলোকে মাথায় রেখে। এবছর অর্থাৎ, 2023 সালে 'পূর্ব মেদনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামটিতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় আমাদের বিভাগে সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা বিন্দগণ উল্লেখিত অঞ্চলটি মূল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে পাইলট সার্ভে করেছেন।

মুরাদপুর গ্রামে আমাদের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে ধরনের পূর্ব পরিকল্পণা করা দরকার এবং যে সকল আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং কোন সময় ও কোথা থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামের দিকে রওনা হবো সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে জ্ঞান হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপীকা বিন্দগণ একটি অনলাইন মিটিং এর আয়োজন করেছিল।

এই মিটিংয়ে আমাদের অধ্যাপক ও অধ্যাপীকারা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চটিতে কীভাবে এবং কীধরণের আচরন আমরা উত্তরদাতাদের সাথে করবো। শুধু তাই নয় গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) সম্পর্কে আমাদের বিষদে যানানো হয়েছিল।

এরপর ২০২৩ সালে এই ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ আমরা সবাই বাসে করে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ করার জন্য মুরাদপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই। অবশেষে সেখানে আমরা দুপুর ১২ নাগাদ পৌঁছাই। মুরাদপুর গ্রামে এসে পৌঁছানোর পর দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে যে যার রুমে চলে যাই।

এই গবেষনালব্ধ প্রবন্ধটি মূলত দুই ধরণের তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরণের তথ্য হল প্রাথমিক তথ্য (Primary Deta) এবং গৌণ তথ্য (Secondary Deta) এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা মুরাদপুর গ্রামে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের আবাষিক রুমে ১১-১৪ তারিখ পর্যন্ত থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি শীর্ষক বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা যে সকল সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সেগুলি হল **প্রশ্নমালা** (Questionnaire), **তালিকা** (Schedule), **পর্যবেক্ষণ** (Observation), **জীবনবৃত্তি** (case-study) এবং **সাক্ষাৎকার পদ্ধতি** (Interview Method), এছাড়াও আমরা জীবনবৃত্তি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে **নমুনাচয়ন** (Sampling) নামক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিটির সাহায্য নিয়েছি। সমাজতত্ত্বের ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে আমরা সবাই জানি নমুনাচয়নের অনেক ভাগ রয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এক্ষেত্রে আমরা উদ্দেশ্যমূলক নমুণাচয়ন পদ্ধতিটি আমরা ব্যবহার করেছি। আবার প্রক্ষান্তরে আমরা এটাও জানি যে পর্যবেক্ষণ পক্রিয়ার অনেক ভাগ রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা অংশগ্রহণ কারী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি।

এছাড়াও এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য আমরা গৌণ তথ্যের সাহায্য নিয়েছি। গৌণ তথ্য সংগ্রহ করার উৎস গুলি হল- বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা, জার্নাল, পেপার পত্রিকা, মেগাজিন, লাইব্রেরী, বিভিন্ন বক্তৃতা, Internet Website, YouTube এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ইত্যাদি।

সুতরাং, এক কথায় এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির সম্পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব উত্তরদাতা ছাড়াও অন্যান্য Lay man দের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১.৫ অসুবিধা (Limitations) :

পনপ্রথা সম্পর্কে যে সমীক্ষা করেছিলাম সেটা আমরা 'মুখোমুখি সাক্ষাৎকার' এর মাধ্যমে করেছিলাম, তাই আমাদের কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু সুবিধার থেকেও অনেকটা অসুবিধাও হয়েছিল, যেগুলি হল নিম্নরূপ-

১) প্রথম যে বাড়িতে গিয়েছিলাম সেখান থেকে কোনো রকম উত্তর পায়নি, উত্তরদাতা ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের কে কিছু উত্তর দেয়নি, আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল যে কারণে উত্তর সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়েছিল।

২) আমাদের যতগুলো প্রশ্ন ছিল, তার মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্নের সব উত্তর অনেকেই দেয়নি।

৩) এবং যখন আমরা প্রশ্ন করেছিলাম তখন অনেকেই বলেছিলেন তোমরা তোমাদের মত লিখে নাও।

৪) উত্তর দেওয়ার সময় উত্তরদাতা আমাদের প্রশ্ন গুলোর মানে না যানায় আমাদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল ।

৫) অনেকক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন গুলো ভেঙে ভেঙে বলার পরও উত্তরদাতারা আমাদের প্রশ্ন গুলোর মানে বুঝতে পারছিল না, যে কারণে আমাদের সঠিক উত্তর পেতে অসুবিধা হয়েছিল।

৬) একজন উত্তরদাতা ছিলেন যিনি অবিবাহিত, যেহেতু আমাদের গবেষণার বিষয় ছিল পনপ্রথা, সেক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলি প্রশ্ন ওই উত্তরদাতাকে করতে পারিনি, সেক্ষেত্রে ও কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল।

৭) এছাড়াও যেহেতু আমরা মুখোমুখি সাক্ষাৎকার করেছিলাম সে ক্ষেত্রে আমাদের অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় হয়েছিল যে কারনে আমাদের অনেক আসুবিধা হয়েছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকা (Introduction)ঃ–

আমরা যে গ্রামটিতে সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম সেই গ্রামটির নাম ‘মুরাদপুর’। ‘মুরাদপুর’ গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্বমেদিনীপুর জেলার ‘চন্ডীপূর’ মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। মুরাদপুর গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত ‘দিবাকারপুর’। মুরাদপুর গ্রামের পিনকোড – ৭২১৬২৫, এবং এই গ্রামটির নিকটবর্তী শহর তমলুক যেটির দূরত্ব ১০কিমি। মুরাদপুর এর নিকটবর্তী বাস স্ট্যান্ড এর দূরত্ব ১কিলোমিটার, মুরাদপুরের নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন এর দূরত্ব ৪.৮৩কিলোমিটার। এই গ্রামটিতে একটিমাত্র হাই স্কুল আছে, যেটির নাম –‘বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ (উ: মা:)’।

এই মুরাদপুর গ্রামের আসেপাশের গ্রামগুলি হল, দিবাকরপুর (Dibakarpur), নানকারচক (Nankarchak), হাবি চক (Habi chak), কুলবাড়ি (kulbari), এই গ্রামগুলির মধ্যে আমরা নানকারচক ও দিবাকরপুর নামক গ্রামগুলি থেকে ও আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম।

মুরাদপুর, নানকারচক ও দিবাকরপুর এই গ্রামগুলিতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে যে সকল তথ্য সমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি নিম্নে সারণী আকারে দেখানো হল –

সারণী -১

উত্তরদাতার সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যা

উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
১১০	৫৫৭

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

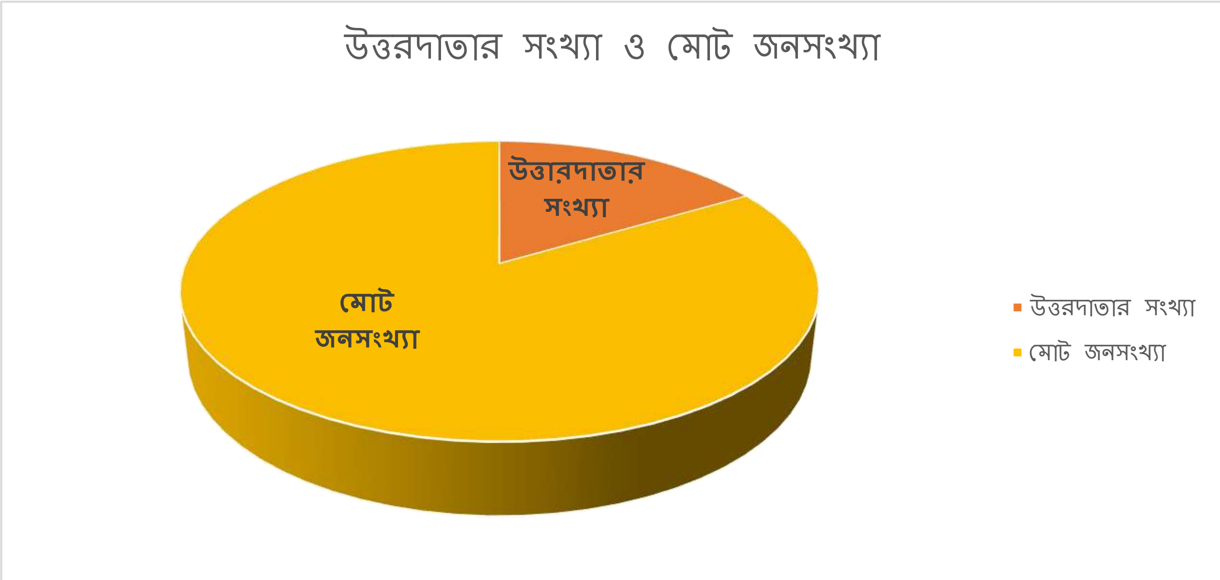

মুরাদপুর গ্রামের যে অংশটি নিয়ে আমরা সমীক্ষা করেছিলাম, সেই অংশটিতে আমরা মোট ১১০ জন উত্তর দাতাকে প্রশ্ন করেছিলাম। ওই ১১০ জনকে প্রশ্ন করে আমরা জানতে পারি যে উক্ত অঞ্চলটি মোট ৫৫৭জন মানুষ বসবাস করে থাকেন।

সারণী - ২

উত্তরদাতার বয়স

উত্তরদাতার বয়স	১৫-২৫	২৬-৩৬	৩৭-৪৭	৪৮-৫৮	৫৯+	মোট
জনসংখ্যা	১৫	২৯	৩৬	২৫	১৫	১১০
শতাংশ	১৩.৬৩%	১৯.০৯%	৩০.৯০%	২২.৭২%	১৩.৬৩%	১০০%

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতার বয়স অর্থাৎ ১৫ – ২৫ বছরের মধ্যে রয়েছে ১৫ জন, যার শতকরা হার ১৩.৬৩%। ২৬–৩৬ বছরের মধ্যে রয়েছে ২১জন, যার শতকরা হার ১৯.৯%। ৩৭–৪৭ বছরের মধ্যে রয়েছে ৩৪জন, যার শতকরা হার ৩৪.৫৪%। ৪৮–৫৮ বছরের মধ্যে রয়েছে ২৫ জন, যার শতকরা হার ২২.৭২%। ৫৯+ বছরের মধ্যে রয়েছে ১৫ জন, যার শতকরা হার ১৩.৬৩%। এবং মোট পরিসংখ্যা হয়েছে ১১০জন, যার শতকরা হার ১০০%।

সারণী - ৩

উত্তরদাতার জাতি

জাতি	জনসংখ্যা	শতাংশ
SC	৫	৪.৫৪%
ST	৪	৩.৬৩%
OBC	২	১.৮১%
জেনারেল	৯৯	৯০%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতার জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। SC জাতিতে রয়েছে ৫ জন। যার শতকরা হার ৪.৫৪%। ST জাতিতে রয়েছে ৪ জন, যার শতকরা হার ৩.৬৩%। OBC জাতিতে রয়েছে ২ জন, যার শতকরা হার ১.৮১%।জেনারেল জাতিতে রয়েছে ৯৯ জন, যার শতকরা হার ৯০%। এই সমস্ত জাতি গুলির মোট সংখ্যা ১১০ জন, যার শতকরা হার ১০০%।

সারণী - ৪

উত্তরদাতার ধর্ম

ধর্ম	জনসংখ্যা	শতাংশ
হিন্দু	১০০	৯০%
মুসলিম	১০	৯.০৯%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

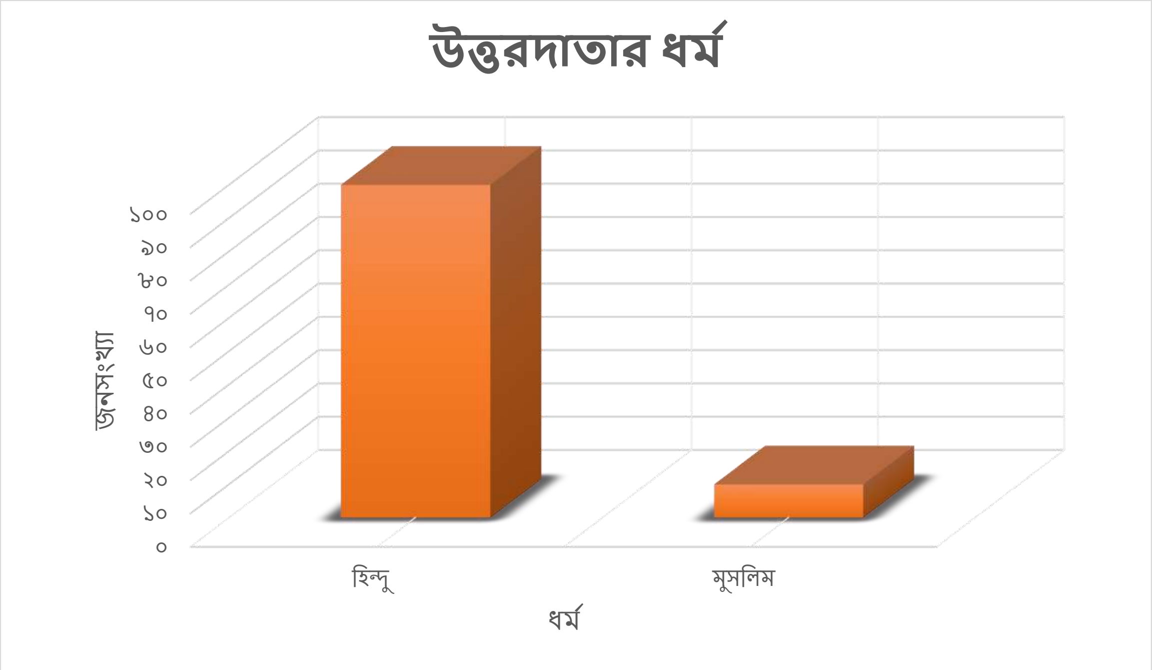

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতার পরিবারের ধর্ম, অর্থাৎ হিন্দু পরিবার আছে ১০০ জন, যার শতকরা হার ৯০.৯০%। এবং মুসলিম পরিবার আছে ১০ জন, যার শতকরা হার ৯.০৯%। হিন্দু ও মুসলিম এই দুটো পরিবারের মোট হল ১১০ জন, যার শতকরা হার ১০০%।

সারণী - ৫
উত্তরদাতার পেশা

পেশা	জনসংখ্যা	শতাংশ
চাকুরি	১৫	১৩.৬৩%
কৃষিকাজ	৪২	৩৮.১৮%
দিন মজুর	২০	১৮.১৮%
ব্যবসা	১৬	১৪.৫৪%
অন্যান্য	১৭	১৫.৪৫%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

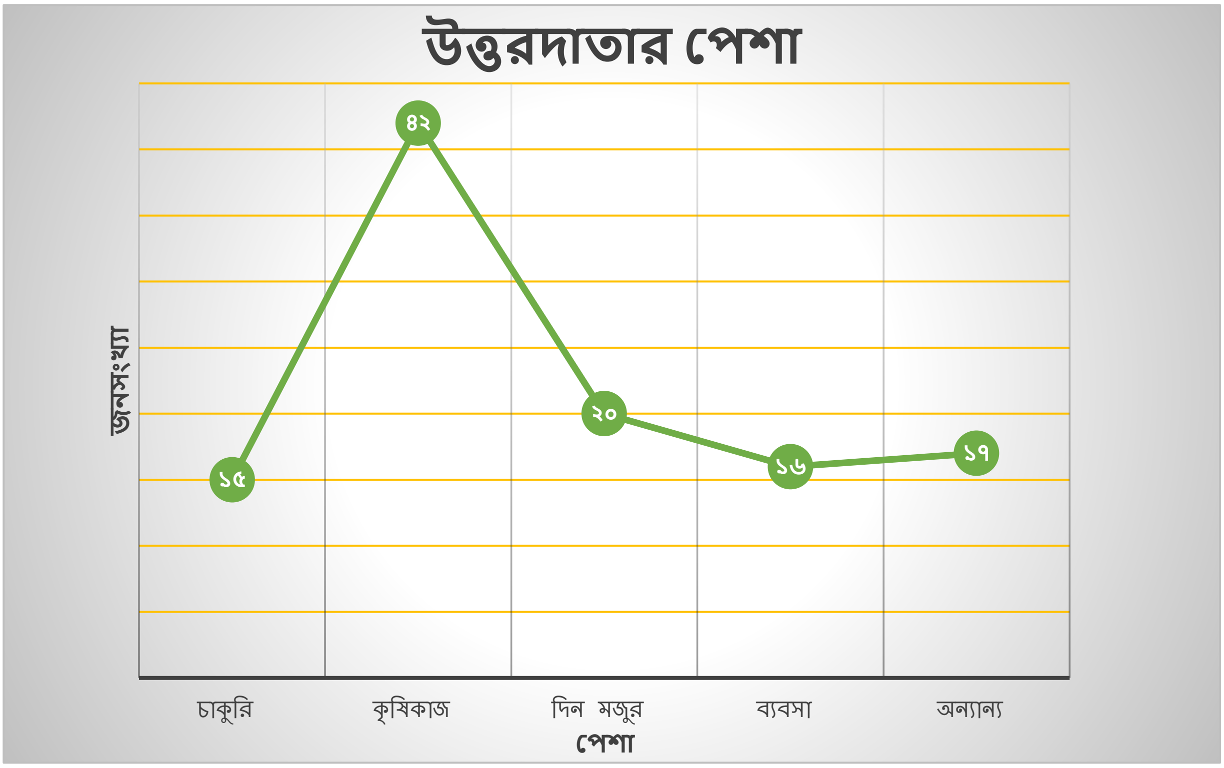

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতার পেশা সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গিয়েছে, উত্তরদাতা গুলির মধ্যে চাকুরি করে ১৫ জন, যার শতকরা হার ১৩.৬৩%। কৃষিকাজ করে ৪২ জন, যার শতকরা হার ৩৮.১৮%। দিনমজুরী করে ২০ জন, যার শতকরা হার ১৮.১৮%। ব্যাবসা করে ১৬ জন, যার শতকরা হার ১৪.৫৪%। এবং অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত আছে ১৭ জন, যার শতকরা হার ১৫.৪৫%। এই সমস্ত পেশা গুলি মোট সংখ্যা ১১০ জন, যার শতকরা হার ১০০%।

সারণী - ৬

উত্তরদাতার উপার্জন

উপার্জন	৪০,০০০ নীচে	৪০,০০০-৬০,০০০	৬১,০০০-৮১,০০০	৮২,০০০-১,০০,০০০	১,০০,০০০ এর ওপরে	মোট
জনসংখ্যা	২৩	২৮	৭	২৭	২৫	১১০
শতাংশ	২০.৯০%	২৫.৪৫%	৬.৩৬%	২৪.৫৪%	২২.৭২%	১০০%

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতা গুলির বার্ষিক আয় গুলি হল, ৪০,০০০ টাকা এর নীচে উপার্জন করে ২৩ জন, যার শতকরা হার ২০.৯০%। ৪০,০০০–৬০,০০০ টাকার মধ্যে উপার্জন করে ২৪ জন, যার শতকরা হার ২৫.৪৫%। ৬১,০০০–৮১,০০০ টাকার মধ্যে উপার্জন করে ৭ জন, যার শতকরা হার ৬.৩৬%। ৮২,০০০–১,০০,০০০ টাকার মধ্যে উপার্জন করে ২৭ জন, যার শতকরা হার ২৪.৫৪%। ১,০০,০০০+ এর বেশি বার্ষিক উপার্জন করে ২৫ জন, যার শতকরা হার ২২.৭২%। অর্থাৎ মোট বার্ষিক আয়ের উপার্জন সংখ্যা হল ১১০ জন, যার শতকরা হার ১০০%।

সারণী - ৭

উত্তরদাতার বাড়ির ধরন

বাড়ির ধরণ	সংখ্যা	শতাংশ
কাঁচা	৩৬	৩২.৭২%
পাকা	৭০	৬৩.৬৩%
সেমিপাকা	৪	৩.৬৩%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

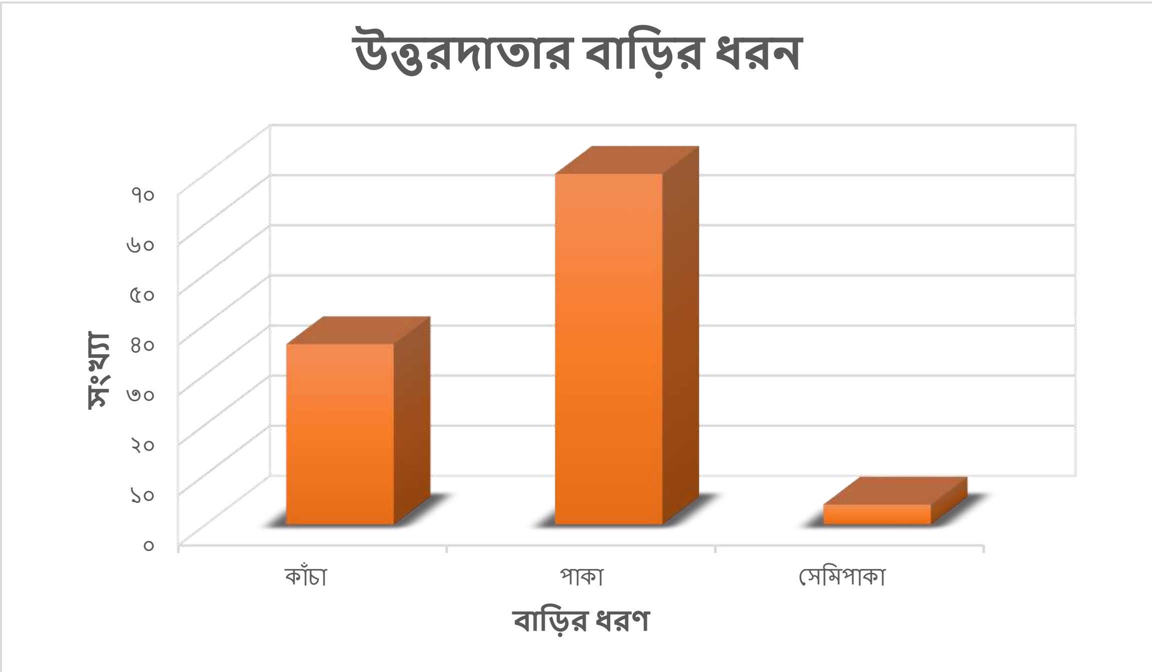

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতার বাড়ীর ধরন, অর্থাৎ কাঁচা বাড়ির সংখ্যা রয়েছে ৩৬টি, যার শতকরা হার ৩২.৭২%। পাকা বাড়ির সংখ্যা রয়েছে ৭০ টি, যার শতকরা হার ৬৩.৬৩%। এবং সেমিপাকা বাড়ির সংখ্যা রয়েছে ৪টি, যার শতকরা হার ৩.৬৩%। কাঁচা, পাকা এবং সেমিপাকা এই বাড়ি গুলির মোট সংখ্যা হলো ১১০ টি, যার শতকরা হার ১০০%।

সারণী - ৮

উত্তরদাতার পরিবারের ধরণ

পরিবারের ধরণ	সংখ্যা	শতাংশ
একক	৬৫	৫৯.০৯%
যৌথ	৪৫	৪০.৯০%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

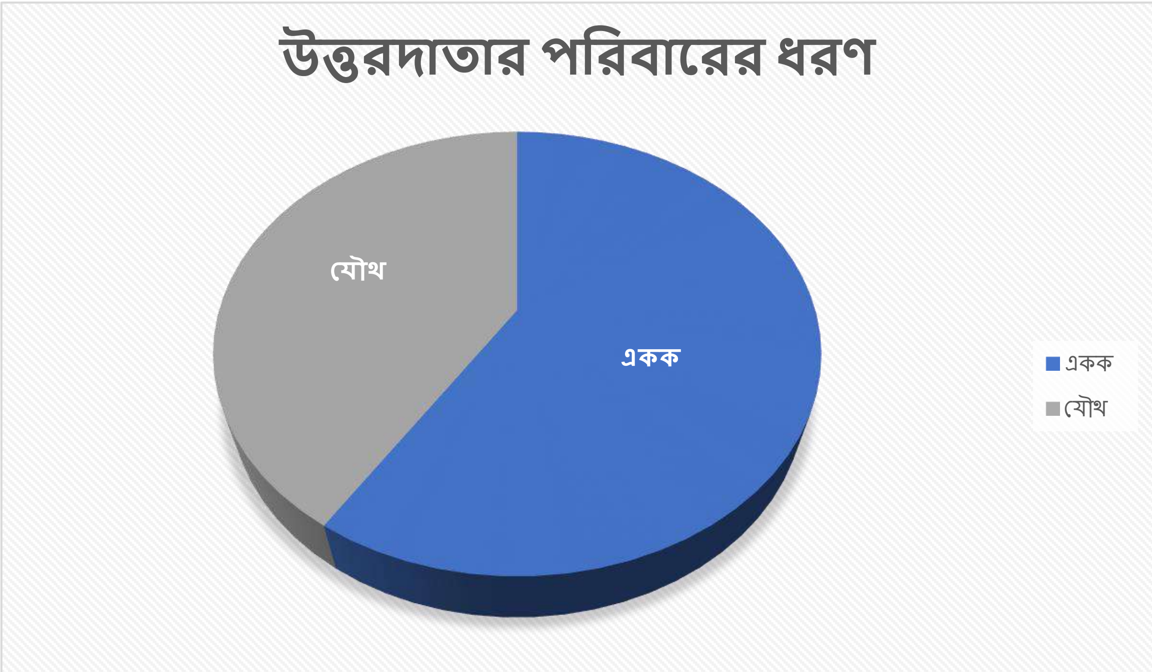

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতার পরিবারের ধরন সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণ, অর্থাৎ উত্তরদাতার পরিবারে একক পরিবার রয়েছে ৬৫ টি পরিবারে, যার শতকরা হার ৫৯.০৯%। আর যৌথ পরিবার রয়েছে ৪৫ টি পরিবারে, যার শতকরা হার ৪০.৯০%। এই একক ও যৌথ পরিবারের মোট সংখ্যা হল ১১০ টি, যার শতকরা হার ১০০%।

সারণী – ৯

উত্তরদাতার শিক্ষা

উত্তরদাতার শিক্ষা	Literature	I-V	VI-X	X-XII	BA+	মোট
সংখ্যা	১১	৩০	৪৫	১৫	৯	১১০
শতাংশ	১০%	২৭.২৭%	৪০.৯০%	১৩.৬৩%	৮.১৮%	১০০%

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

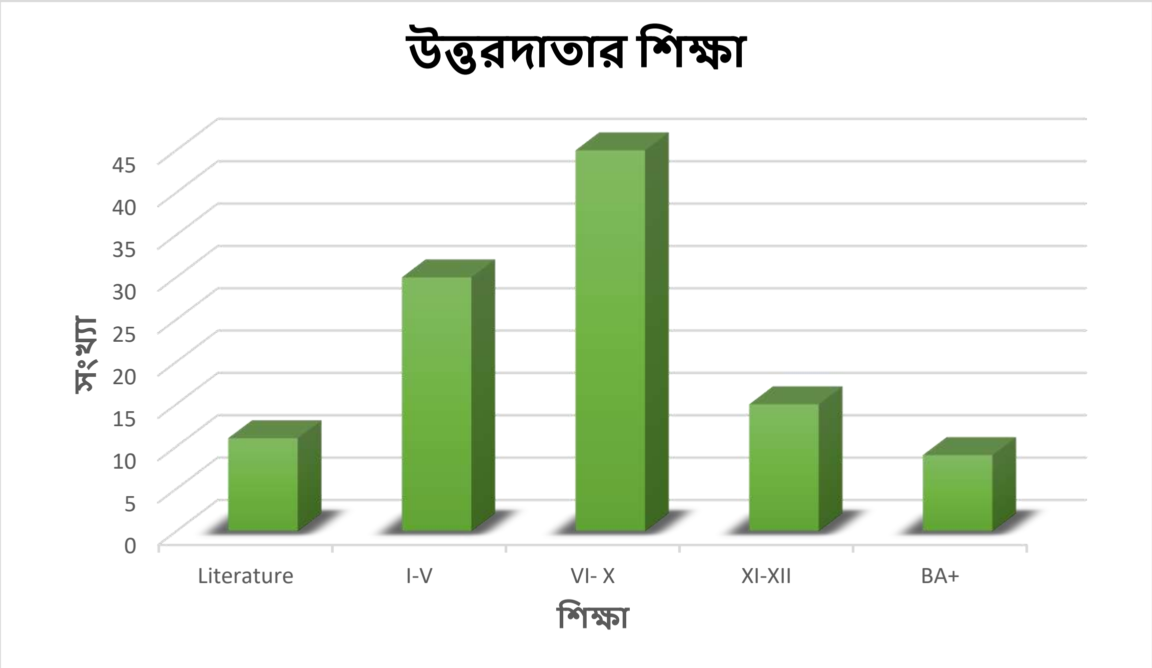

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতার শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণ। অর্থাৎ, Illiterate রয়েছে ১১ জন উত্তরদাতা, যার শতকরা হার ১০%। I – V ক্লাস পর্যন্ত রয়েছে ৩০ জন, যার শতকরা হার ২৭.২৭%। V – XI ক্লাস পর্যন্ত রয়েছে ৪৫ জন, যার শতকরা হার ৪০.৯০%। XI – XII ক্লাস পর্যন্ত রয়েছে ১৫ জন, যার শতকরা হার ১৩.৬৩%। এবং BA+ পর্যন্ত রয়েছে ৯ জন, যার শতকরা হার ৮.১৮%। এই ক্লাস গুলির মোট উত্তরদাতার শিক্ষার সংখ্যা ১১০ জন, যার শতকরা হার ১০০%।

সারণী – ১০
উত্তরদাতার যৌতুকের উপকৌশল

যৌতুকের উপকৌশল	সংখ্যা	শতাংশ
গয়না	১৩	১১.৮১%
আসবাস পত্র	১৯	১৭.২৭%
যানবাহন	০	০%
নগদ টাকা	৩২	২৯.০৯%
গৃহপালিত পশু	০	০%
কিছু না নেওয়া	৪৬	৪১.৮১%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

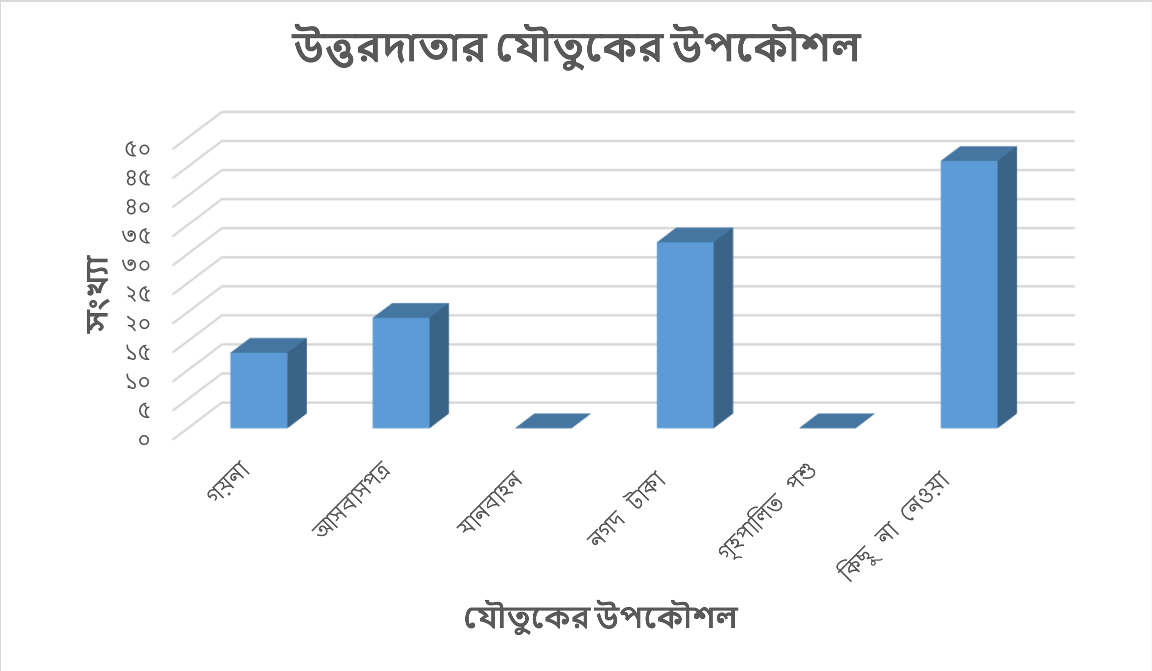

উপরিউক্ত সারণীতে যৌতুক দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে তথ্য বিশ্লেষণ। অর্থাৎ, গয়না নিয়েছে ১৩ টি পরিবারে, যার শতকরা হার ১১.৮১%। আসবাপত্র নিয়েছে ১৩ টি পরিবারে, যার শতকরা হার ১১.৮১%। নগদ টাকা নিয়েছে ৩২ টি পরিবার, যার শতকরা হার ২৯.০৯%। কিছু না নেওয়া অর্থাৎ কোনো কিছু যৌতুক নেয়নি ৪৬টি পরিবার, যার শতকরা হার ৪১.৮১%। এছাড়াও যানবাহন ও গৃহপালিত পশু এর সংখ্যা ০ টি, যে কারণ এ এর শতকরা হার ও ০%। অর্থাৎ এই সমস্ত যৌতুক গুলির মোট সংখ্যা ১১০ টি, যার শতকরা হার ১০০%।

সারণী - ১১

উত্তরদাতার বিবাহের বয়স

বিবাহের বয়স	সংখ্যা	শতাংশ
১১-১৫	১৪	১২.৭২%
১৬-২০	৬১	৫৫.৪৫%
২১-২৫	১৬	১৪.৫৪%
২৬+	১৬	১৪.৫৪%
অবিবাহিত	৩	২.৭২%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র : ক্ষেত্র সমীক্ষা

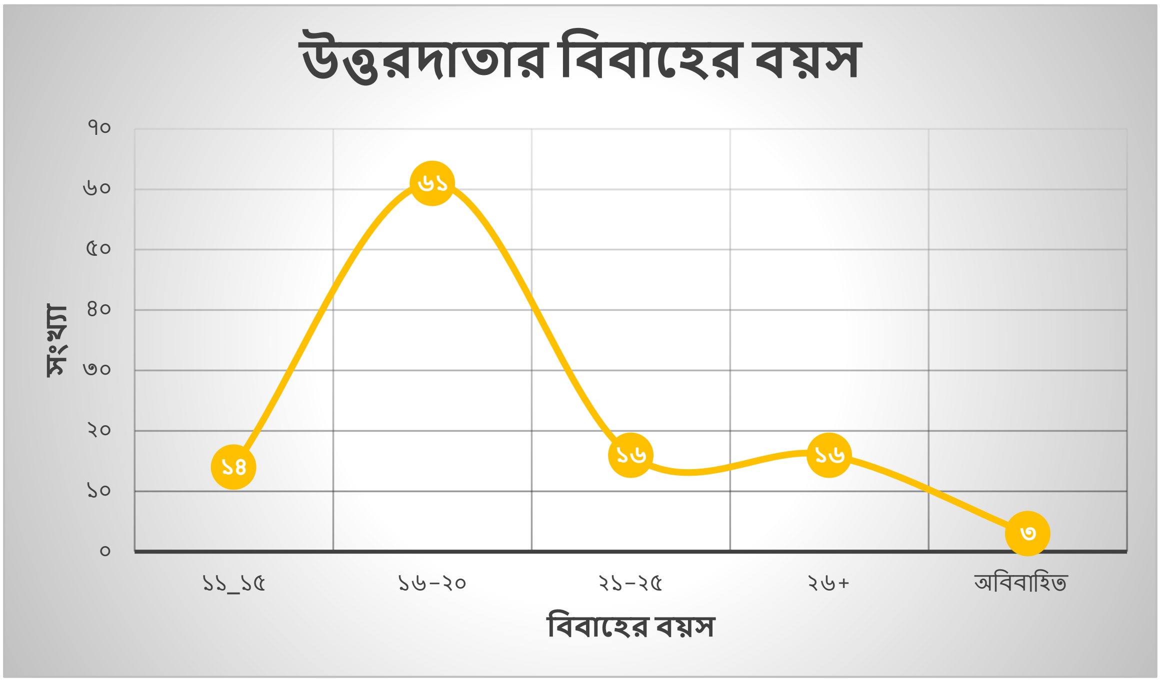

উপরিউক্ত সারণীতে বিবাহের বয়স, অর্থাৎ কত বছর বয়সে উত্তরদাতার বিবাহ হয়েছে, সেটি সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণ। ১১ – ১৫ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে ১৪জন উত্তরদাতার, যার শতকরা হার ১২.৭২%। ১৬ – ২০ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে ৬১জন, যার শতকরা হার ৫৫.৪৫%। ২১ – ২৫ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে ১৬জন, যার শতকরা হার ১৪.৫৪%। ২৫+ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে ১৬ জন, যার শতকরা হার ১৪.৫৪%। এবং আবিবাহিত সংখ্যা রয়েছে ৩ জন, যার শতকরা হার ২.৭২%। এই বয়স গুলির মোট সংখ্যা ১১০জন, যার শতকরা হার ১০০%।

তৃতীয় অধ্যায়

Case study –১

নাম – রাধারাণী বারিক

বয়স – ৩৬

জাতি – জেনারেল

ধর্ম – হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা – VI

বিবাহের বয়স – ১৪

আমি রাধারাণী বারিক এর বাড়িতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গেয়েছিলাম, গিয়ে যখন উনাকে প্রশ্ন করি আপনার কাঁচা না পাকা বাড়ি। তখন উনি বললে, আমাদের নিজের বাড়ি নেই, আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি, আমাদের ২ জন সন্তানদের নিয়ে। আমার স্বামী চাষবাস করে, আর দিনমজুর, দিন আনে দিন খায়। তখন বলে এই টাকায় কী করে বাড়ি তৈরি করবো যা টাকা আনে এদিক ওদিক করে সব শেষ হয়ে যায়।

তারপর যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, তখন তিনি বলেন, আমাদের তখন করার দিনে কম বয়সে সবার বিয়ে হয়ে যেত। আমার ও ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়েগিয়েছিল, তখন বিবাহ সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু পর পর সমস্ত কিছু বুঝতে পারি, এবং সংসার করি। অসুবিধা হলেও কিছু বলতে পারি না, কারণ কষ্ট পেলেও থাকতে হবে মানিয়ে গুছিয়ে।

রাধারাণী বারিকের বাপের বাড়ি থেকে কোনো 'পন' নেয়নি ইনার শশুরবাড়িতে, যেহেতু 'পণ' দেওয়া নেওয়া নিয়ে কোনো দাবি ছিল না, সেহেতু এই 'পণ' বিষয়টা নিয়ে রাধারাণী বারিক কোনো ভাবেই অত্যাচারিত হয়নি।

পণপ্রথা এর জন্য দায়ী বলে বলেছিলেন ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষ, তিনি পণপ্রথাকে দূর করার কথা মাথায় রেখে বলেছেন যে, প্রত্যেকটা মানুষের পড়াশোনা বেশি থাকতে হবে, তবেই পণপ্রথা দূর করা যাবে। এবং তিনি যখন তার মেয়ের বিবাহ দেবেন, তখন তিনি পন দেবেন না, এবং রাধারাণী বারিক তার মেয়ের বিবাহ দেবেন ১৮+ বছর বয়স এর পর। তিনি পনপ্রথা সম্পর্কে আরও বলেছেন, তিনি সমাজে পণপ্রথা দূর করবেন বিভিন্ন সচেতনতার মাধ্যমে। এই কারণে তিনি পণ দেওয়া নেওয়ার বিপক্ষে।

Case study – ২

নাম – মানস প্রামাণিক

বয়স – ৫৬

জাতি – OBC

ধর্ম – হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা – IV

বিবাহের বয়স – ২৩

আমরা সমীক্ষা করতে করতে হঠাৎ দেখি একজন ব্যাক্তি আমাদের ডাকছে। আমরা তখন তার কাছে যাই, এবং তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কোথা থেকে আসছো, তোমরা এগুলো কি করছো, তখন আমরা পুরো বিষয়টা বললাম আর জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কী আমাদের প্রশ্ন এর উত্তর দেবেন? তখন তিনি বললেন হ্যাঁ,তারপর তিনি বললেন কিন্তু আমি কি তোমাদের প্রশ্নের উওর দিতে পারবো? আমরা বললাম হ্যাঁ পারবেন খুব সহজ। তারপর তাহার নাম জিজ্ঞাসা করতে, নাম বলল মানস প্রামাণিক। ইনার বিয়ে হয়েছে ২৩ বছর বয়সে, এবং ইনার ছেলে মেয়ে রয়েছে, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে, যাদের বিয়ে হয়েগিয়েছে। এবং ইনার পেশা রাজমিস্ত্রির হেলপার, যেখান থেকে মাসে ৪, ০০০ টাকা পেয়ে যায়, এবং এটা দিয়ে সংসার চলে, এবং ইনার ছেলে আছে যে কাজ করে সংসারে টাকা দেয়, এই সব টাকা নিয়ে সংসার চলে যায়।

তারপর ইনাকে যখন পণপ্রথা বিষয়টা নিয়ে জিজ্ঞাসা করি তখন ইনি বলেন আমি পণপ্রথা বিষয়টা কী জানি না, তারপর আমরা বুঝিয়ে বলি, এবং বলার পর জানতে পারি ইনাদের বিবাহের সময় ইনার বাবা মা পন নিয়েছিলেন। এবং সেই পণ টা ছিল, নগদ ১,৫০০টাকা, তখনকার দিনে নাকি এই টাকাটা অনেক ছিল।

যেহেতু ইনি পণপ্রথা সম্পর্কে বিশেষ কিছু যানতো না, সেহেতু আমরা তাহাকে গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখিনি। কিন্তু তাহার যেহেতু মেয়ে ছিল তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার মেয়ের বিবাহ কত বছর বয়সে দিতে চান, তখন তিনি বলেছিলেন আমার মেয়ের বিয়ে আমি ১৯+ বছর বয়সে দিয়েছিলাম।

Case study – ৩

নাম – সঞ্জীব দাস

বয়স – ৩০

জাতি – জেনারেল

ধর্ম – হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা – M.A

আমি সঞ্জীব দাস এর বাড়িতে সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, এবং গিয়ে জানতে পারি, উনি ও 'sociology' এর ছাত্র। উনার পেশা – শিক্ষক এবং উনি অবিবাহিত যে কারনে উনাকে উনার বিবাহের বয়স বা বিবাহ সম্পর্কিত যত প্রশ্ন ছিল, ওই সমস্ত প্রশ্ন গুলো আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

ইনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত, ইনি বলেছিলেন পণপ্রথা পরিবারের আর্থিক সংকটমোচন করে, তিনি এখনকার সমাজে দাঁড়িয়ে পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না। এছাড়াও বলেন পণপ্রথা একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ, পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়, এবং ইনি পন দেওয়া নেওয়ার বিপক্ষে। সরকার কে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এবং পণপ্রথার প্রভাব হলো বধূ হত্যা, বধূ নির্যাতন ইত্যাদি।

এবং তিনি বলেছিলেন পণপ্রথা দূর করা যাবে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে।

Case study – 8

নাম – লক্ষ্মী দাস

বয়স – ৪০

জাতি – জেনারেল

ধর্ম – হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা – উচ্চমাধ্যামিক

বিবাহের বয়স – ১৯+

আমি লক্ষ্মী দাস এর বাড়িতে সমীক্ষা করেছিলাম,ওখানে গিয়ে জানতে পারি লক্ষ্মী দাস Engeo তে কাজ করে, উনার স্বামী ইলেকট্রিক এর কাজ করে। ওদের বাড়ি কাঁচা, পাকা উভয় ভাবে তৈরি। এছাড়াও ওদের দুটো মেয়ে আছে, উনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত, এবং উনার সঙ্গে উনার স্বামীর সম্পর্ক খুব ভালো। লক্ষ্মী দাস এর বিয়ের পর উনার বাপের বাড়ি থেকে কোনো পণ নেয়নি উনার স্বামীর বাড়ির লোক। তাই উনি এই পণ নিয়ে কোনো ভাবেই অত্যাচারিত ও হয়নি।

বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে উনি পণপ্রথাকে সমর্থন করে না, উনার মতে পণপ্রথার জন্য দায়ী ছেলে মেয়ে উভয় পক্ষ, এছাড়াও লক্ষ্মী দাস তার মেয়েদের বিবাহ দিতে চান ২৮+বছর বয়সে, এবং তার মেয়েদের বিয়ের সময় কোনো পণ দিতে চায় না। পণ না দিয়েই মেয়েদের বিয়ে দিতে চায়। এছাড়াও তিনি বলেছেন সরকারকে এই পণপ্রথা নিয়ে অবশ্যই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পনপ্রথার মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

পণপ্রথা দূর করার জন্য লক্ষ্মী দাস বলেছেন, মানুষের মধ্যে চারিত্রিক গঠন থাকতে হবে, তবেই পণপ্রথা দূর করা যেতে পারে।

Case study – ৫

নাম – পূজা দাস

বয়স – ২৩

জাতি – জেনারেল

ধর্ম – হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা – মাধ্যমিক

বিবাহের বয়স – ১৬+

আমি পূজা দাস এর বাড়িতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, গিয়ে জানতে পারি, উনার বাড়ির প্রধান হল মহিলা, অর্থাৎ উনার শাশুড়ি মা কবিতা দাস, যিনি ওই বাড়ির প্রধান কর্তী। পূজা দাস মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তারপরেই উনার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। উনি এখন গৃহকর্মী, উনাদের বাড়ি কাঁচা, পাকা উভয়ভাবে তৈরি হয়ে আছে। উনি বিবাহ করেছিলেন ১৬+ বছর বয়সে।

উনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত, কিন্তু উনার বিয়ের সময় কোন পণ দিতে হয়নি উনার বাবার বাড়ি থেকে। এবং এই পণ দেওয়া নেওয়া নিয়ে উনি শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিত ও হয়নি। ইনি পণপ্রথার জন্য দায়ী বলেছিলেন যে, যারা পণপ্রথা নিয়মটা বানিয়েছে তারা দায়ী। ইনি বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে পণপ্রথাকে সমর্থন করেন। কিন্তু ইনি আবার বলেছেন পণপ্রথা পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে, এবং পণপ্রথার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ও হয়। কিন্তু ইনি আবার ও বলেছেন পণপ্রথা একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ নয়। পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়ও নয়, অথচ তিনি পণ দেওয়া নেওয়ার বিপক্ষে।

পূজা দাস তার মেয়ের বিয়ে দিতে চায় ১৮+ বছর বয়সে, এবং ইনি ইনার মেয়ের বিয়ের সময় যদি মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোক পণ চায়, তাহলে পণ দেবেন। ইনি পণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন না। অথচ ইনি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় সর্তকতা অবলম্বন করবেন।

ইনি পণপ্রথা দূর করার জন্য বলেছেন যে, 'সমাজকে সচেতন থাকতে হয়'আর সমাজ সচেতন থাকলেই পণপ্রথা দূর করা সম্ভব।

পুজা দাস এর এই সমস্ত কথা থেকে বোঝা যায় ইনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে পণপ্রথার পক্ষে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পণপ্রথার বিপক্ষে।

Case study –৬

নাম – দেবাশীষ জানা

বয়স – ৪২

জাতি – জেনারেল

ধর্ম – হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা – M.SC

বিবাহের বয়স – ২৫+

আমি সমীক্ষা করতে দেবাশীষ জানা এর বাড়ি যাই, এবং গিয়ে জানতে পারি উনি একজন শিক্ষক, এবং উনি মাসে ইনকাম করেন ৪০,০০০ টাকা। উনার পাকা বাড়ি আছে, উনার বিয়ে হয়েছিল ২৫+বছর বয়সে।

উনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত উনার বিয়ের সময় উনি কোন পণ নেননি। পণপ্রথার জন্য দায়ী করেছিলেন ছেলেমেয়ে উভয় পক্ষের পরিবারকে, উনি বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না, উনার মেয়ের বিয়ে উনি ২৬+ বছর বয়সে দিতে চান। এবং মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় কোনরকম পণ না দিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে বিয়ে দেবেন।

এছাড়াও তিনি বলেছেন পণপ্রথা একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ, কিন্তু পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয় নয়। ইনি পণ দেওয়া নেওয়ার বিপক্ষে। ইনার মতে পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। পণপ্রথার প্রভাব শুধু বধূ নির্যাতন বা বধূ হত্যা নয়, আরোও অন্যান্যভাবে পনপ্রথার প্রভাব দেখা যায়।

পণপ্রথা দূর করার জন্য ইনার পরামর্শ হলো, 'মানুষকে সচেতন হতে হবে', এবং 'শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে'।

Case study – ৭

নাম – রুম্পা মাইতি

বয়স – ৩৫

জাতি – জেনারেল

ধর্ম – হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা – Hospital Management

বিবাহের বয়স – ২০+

আমি সমীক্ষা করতে রুম্পা মাইতি এর বাড়িতে গিয়েছিলাম, গিয়ে জানতে পারি ইনি Hospital Management নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু এখন ইনি একজন গৃহকর্মী। ইনি চেয়েছিলেন পড়াশোনা করতে এবং চাকরি করতে। কিন্তু ইনার বিবাহ হয়ে যাওয়ার কারণে ইনি আর পড়াশোনা করতে পারেনি।

ইনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত, এবং ইনার বিয়ের সময় ইনার বাবার বাড়ি থেকে পণ নেওয়া হয়েছিল। সেই পণ গুলো হল, নগদ টাকা, গয়না এবং জিনিসপত্র। এই সমস্ত কিছু পন দিয়েছিলেন রুম্পা মাইতির বাবার বাড়ি থেকে। কিন্তু পরে ইনাকে এই পন দেওয়া নেওয়া নিয়ে কোন অত্যাচারিত হতে হয়নি।

ইনি পণপ্রথার জন্য সমাজকে দায়ী করেছেন। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে ইনি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না। ইনি ইনার মেয়ের বিবাহ দিতে চান ২১–২২ বছর বয়সে। মেয়ের বিয়ের সময় কোন পণ দেবেন না, এই পণ দেওয়া নেওয়া নিয়ে তিনি সর্তকতা অবলম্বন করবেন। এছাড়াও তিনি বলেছেন পণপ্রথা একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ। এবং পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়। ইনি পণ দেওয়া নেওয়ার বিপক্ষে। ইনার মতে পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর সরকারকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

পণপ্রথা দূর করার জন্য রুম্পা মাইতি এর পরামর্শ হলো মেয়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়াতে হবে, মেয়ে ও ছেলে উভয়কে সচেতন হতে হবে, সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

Case study – ৮

নাম – অমিত গিরি

বয়স – ৫২

জাতি – জেনারেল

ধর্ম – হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা – উচ্চমাধ্যমিক

বিবাহের বয়স – ৩২

আমি সমীক্ষা করতে অমিত গিরি এর বাড়ি যাই, গিয়ে জানতে পারি উনার বাড়িতে মোট ৪ জন থাকে। উনার মাসিক আয় ২০, ০০০ টাকা। উনার পাকা বাড়ি কিন্তু ওনার পেশা চাষবাস, উনি পণপ্রথা সম্পর্কে জানেন, উনি বিয়ের সময় কোন পর নেয়নি, উনার সঙ্গে উনার স্ত্রী এর সম্পর্ক ভালো।

অমিত গিরি পণপ্রথার জন্য সমাজকে দায়ী করে, তিনি বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না। তিনি আরোও বলেছেন সম্পূর্ণ পণ না দিতে পারায় অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে কিন্তু সবার ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। উনার মেয়ে সন্তান হলে উনি পন দেবেন না। উনার মেয়ে নেই তাও উনি বলেছিলেন যদি মেয়ে থাকতো তাহলে উনি ২০+বছর বয়সে বিবাহ দিতেন। এবং এই পণপ্রথা নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেই উনি উনার মেয়ের বিবাহ দিতেন।

অমিত গিরি বলেছেন পণপ্রথা একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ। কিন্তু পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয় নয়, ইনি পণপ্রথার বিপক্ষে। ইনার মতে পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। সরকারকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, ইনার মতে পণপ্রথার প্রভাব গুলি হল বধু নির্যাতন ও বধূ হত্যা।

পণপ্রথা দূর করা যাবে এই বিষয়ে অমিত গিরির পরামর্শ হলো সমাজকে সচেতন করতে হবে, সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে, এবং শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে।

Case study – ৯

নাম – দিপালী দাস অধিকারী

বয়স – ৪০

জাতি – জেনারেল

ধর্ম – হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা – মাধ্যমিক

বিবাহের বয়স – ১৯+

আমি সমীক্ষা করতে দিপালী দাস অধিকারী এর বাড়ি যাই, গিয়ে জানতে পারি উনার বাড়িতে ৪জন থাকে। এবং উনার স্বামীর নাম যাদব দাস অধিকারী, যিনার মাসিক আয় ৫,০০০ টাকা, উনার বাড়ির ধরন পাকা।

দিপালী দাস অধিকারী পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত, এবং ইনার বিয়ের সময় পণ নেওয়া হয়েছিল। ইনার বাপের বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও গয়না পণ দিতে হয়েছিল। ইনার স্বামীর সঙ্গে ইনার সম্পর্ক ভালো। ইনার বিয়ের পর পনের জন্য বাবার বাড়িতে কোন সমস্যা হয়নি। ইনি বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে পন প্রথাকে সমর্থন করেন না, ইনার মতে পণপ্রথা পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে। ইনার মেয়ের বিয়ের সময় যদি পণ চায় তাহলে ইনি পণ দেবেন, ইনি পণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন না। অথচ ইনি বলেছেন তাহার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় তিনি পণ দেওয়া নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। দিপালী দাস অধিকারীর কোন মেয়ে নেই, কিন্তু ইনার যদি মেয়ে থাকতো তাহলে তিনি এই সমস্ত পরিস্থিতি গুলো মেনে চলতেন।

দিপালী দাস অধিকারী বলেছিলেন, পণপ্রথা একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ। এবং পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়। ইনার মতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পণপ্রথার একমাত্র কারণ। ইনি পণ দেওয়া নেওয়ার বিপক্ষে। এছাড়াও পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, এবং সরকারকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ইনি বলেন সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখলেই পণপ্রথা দূর করা যাবে।

Case study – ১০

নাম – কাকলী শাঁসমল

বয়স – ৩৬

জাতি – জেনারেল

ধর্ম – হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা – V

বিবাহের বয়স – ১০

আমি সমীক্ষা করতে কাকলি শাঁসমলের বাড়িতে গিয়েছিলাম, গিয়ে জানতে পারি ওনার বাড়িতে মোট ৬জন থাকে। উনার স্বামীর নাম রবিন শাঁসমল, যিনি বাড়ির প্রধানকর্তা, উনার মাসিক আয় ২০, ০০০টাকা। কিন্তু উনার কাঁচা বাড়ি, উনি কখনোও কখনোও বাইরে গিয়ে কাজ করেন আবার কখনোও কখনোও ইটভাটায় কাজ করেন। উনার যৌথ পরিবার।

কাকলি শাঁসমল পণপ্রথা সম্পর্কে জানেন, ইনার বিয়ের সময় ইনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কোন পণ নেয়নি। ইনার সঙ্গে ইনার স্বামীর সম্পর্ক ভালো। ইনার স্বামীর বাড়িতে ইনি এই পণ দেওয়া নেওয়া নিয়ে কোনোভাবেই অত্যাচারিত হয়নি। ইনি পণপ্রথার জন্য ছেলেমেয়ে উভয় পক্ষকেই দাবি করেন। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে ইনি পণপ্রথা কে সমর্থন করেন না। ইনার মতে পণপ্রথা পরিবারের আর্থিক সংকটমোচন করে না। ইনি আরোও বলেছেন অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

সমাজ সচেতনতার মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে ইনি বলেছিলেন। ইনি ইনার মেয়ের বিয়ে ১৯+ বছর বয়সে দেবেন। ইনার মতে পণপ্রথা একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ নয়, কিন্তু পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়। আবার বলেছেন যে, অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা ও দারিদ্রতা পণপ্রথার একমাত্র কারণ অথচ তিনি পণ দেওয়া নেওয়ার বিপক্ষে। পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। পণপ্রথার প্রভাব হলো বধু হত্যা। ইনার কথা শুনে মনে হল ইনি কিছু ক্ষেত্রে পণপ্রথাকে সমর্থন করছেন আবার কিছু ক্ষেত্রে পণপ্রথাকে সমর্থন করছেন না।

ইনার মতে সবাই মিলে আলোচনা করলে পণপ্রথা দূর করা যাবে। অথচ তিনি আগের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন সমাজ সচেতনতার মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সারাংশ ও উপসংহার (Substance & Conclusion) :

এই গবেষণা দপ্তর প্রবন্ধটি আমি ৪টি অধ্যায়ে শেষ করেছি। প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা (Introduction), দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of data), তৃতীয় অধ্যায় : জীবন বৃত্তি (case – study) এবং চতুর্থ অধ্যায় : সারাংশ ও উপসংহার (substance & conclusion).

প্রথম অধ্যায়ে আমি যে সকল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। সেগুলি হল, ভূমিকা অর্থাৎ যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা, এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদ, আর সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ ও উদাহরণ। তারপর রয়েছে পণপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা, পণপ্রথার ইতিহাস এবং পণপ্রথার বৈশিষ্ট্য। তারপর রয়েছে বিষয় নির্বাচন (Statment of the problem), পুস্তক পর্যালোচনা (Review of literature), গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the study), গবেষণা লব্ধ পদ্ধতি (Research Methodology) এবং সবশেষে রয়েছে অসুবিধা (limitations).

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ হলো এই গবেষণালব্ধ পদ্ধতির দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে আমরা যে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, সেই ক্ষেত্র সমীক্ষা করার আগে আমরা একটি সিডিউল বা প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিলাম। যার মধ্যে মোট ৪৩টি প্রশ্নপত্র ছিল, এই গবেষণায় আমরা ৪৩টি প্রশ্ন করে যে উত্তরগুলো সংগ্রহ করেছিলাম সেগুলি আমরা ১১টি সারণী করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছি। আমরা এই সারণী আকারে যেগুলি দেখিয়েছি সেগুলি হল, উত্তরদাতার সংখ্যা ও জনসংখ্যা, উত্তরদাতার বয়স, উত্তরদাতার জাতি, উত্তরদাতার পরিবারের ধর্ম, উত্তরদাতার পেশা, উত্তরদাতার উপার্জন, উত্তরদাতার বাড়ির ধরন, উত্তরদাতার পরিবারের ধরন, উত্তরদাতার শিক্ষা, যৌতুকের উপকৌশল এবং সবশেষে উত্তরদাতার বিবাহের বয়স।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমি জীবন বৃত্তি বা case – study নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি মুরাদপুর গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে যে সকল উত্তরদাতাদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করেছিলাম, তাদের প্রত্যেকের জীবন বৃত্তি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আমি মোট ১০টি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সমীক্ষা করেছিলাম, যার মধ্যে আমি ১০টি পরিবারেরই জীবন বৃত্তি তুলে ধরেছি। এই জীবন বৃত্তি বা case – study করতে গিয়ে দেখি যে একটি জীবন বৃত্তির সঙ্গে অন্য একটি

পরিবারের জীবন বৃত্তির কোন মিল নেই। এই সকল ব্যাক্তিগুলির পরিবার একে অপরের সঙ্গে খুবই আলাদা।

চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থাৎ উপসংহারের যে সকল বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, সেই বিষয়টি হল পণপ্রথার কারণ ও ফলাফল। গবেষণা করে আমরা যে সকল তথ্যগুলো পেয়েছি, সেই তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে যে কারণ গুলো পেয়েছি সেগুলি হল – পণপ্রথার জন্য সমাজ দায়ী, এবং অনেক ক্ষেত্রে এই পণপ্রথার জন্য ছেলে-মেয়ে উভয়পক্ষ দায়ী থাকে, শিক্ষার অভাবে অনেক পরিবার পণপ্রথার শিকার হয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষের মধ্যে চারিত্রিক গঠন থাকে না, সেক্ষেত্রে পণপ্রথার সৃষ্টি হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়পক্ষ সচেতন থাকে না যে কারণেও পণপ্রথা সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও এই পণপ্রথার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ও ঘটে, এই পণপ্রথার প্রভাব বিভিন্নভাবে দেখা যায়, যেমন – বধূ নির্যাতন, বধু হত্যা এবং বিবাহের সময় মেয়ের বাড়ি থেকে ছেলের বাড়িতে পন না দিলে সেই মেয়েটিকে অনেক সময় বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত হতে হয়। যে অত্যাচার অনেকে সহ্য করে আবার অনেকে সহ্য করতে না পেরে আইনি ব্যবস্থা নেয়। বাল্য বিবাহের কারণে ও পণপ্রথা সৃষ্টি হয়। সৌন্দর্যের অভাব হলো পণপ্রথার কারণ, কোন মেয়ে দেখতে খারাপ হলে তার সহজে বিয়ে হতে চায় না। এই সময় অনেক ক্ষেত্রে পন দিয়ে সেই মেয়েটির বিবাহ দেওয়া হয়।

উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই পণপ্রথা একটি সামাজিক কুপ্রথা, এই সামাজিক প্রথাটিকে বন্ধ করার জন্য একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে আমি মনে করি যে, এই কু-প্রথাটিকে বন্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বন করা উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। যথা –

১. শিক্ষার বিস্তার ঘটানো উচিত,

২. জনমত গঠন করা উচিত,

৩. সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো,

৪. যৌতুক না দিয়ে বিবাহ করা উচিত,

৫. সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত,

৬. সরকারকে এই পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত,

৭. শিক্ষার প্রসার বাড়ানো,

৮. মেয়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানো উচিত,

৯. ছেলে মেয়ে উভয় পক্ষকে সচেতন থাকা উচিত,

১০. মানুষের মধ্যে চারিত্রিক গঠন থাকা উচিত, ইত্যাদি।

পণপ্রথা যে একটি সামাজিক ব্যাধি এটি সার্বজন বিহিত। এবং মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে আমিও ব্যর্থ হয়েছি যে পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই সামাজিক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সচেতন হতে হবে, শুধু আমাদেরকে সচেতন হলে হবে না, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, সভা, সমিতি, মহিলা সমিতি, সংগঠন এবং সর্বোপরি সরকার পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে এসে সচেতনতার শিবির তৈরি করতে হবে। যাতে মানুষ পণপ্রথার খারাপ দিকগুলো জানতে পারে এবং পণপ্রথার খারাপ প্রভাব আমাদের জীবনে পড়লে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে বা সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এক কথায় সমাজকে রক্ষা করতে গেলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা শিবির তৈরি করতে হবে। এবং এই সচেতনতা শিবির তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে সাদরে আমন্ত্রণ করতে হবে। এবং তাদেরকে সইচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে।

পরিশিষ্ট (Appendix)

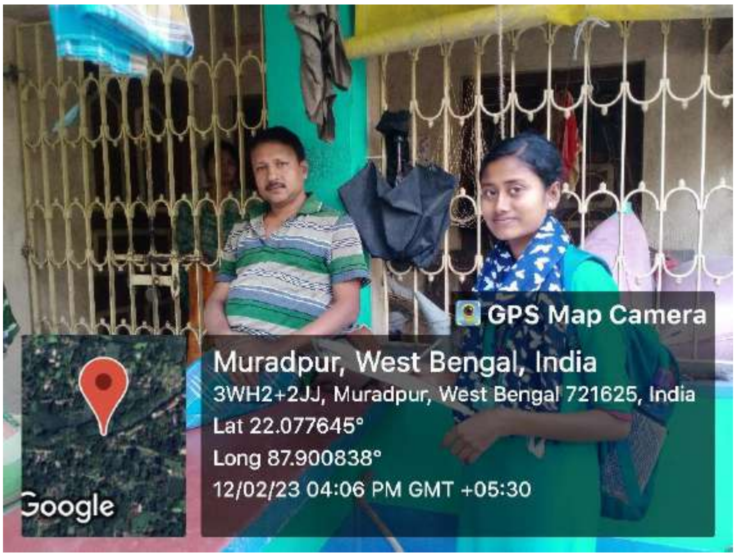

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3VGX+3Q2, Muradpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.076865°
Long 87.898078°
12/02/23 04:37 PM GMT +05:30
Google

Nankar Chak
West Bengal
India
25°C
77°F
2023-02-12(Sun) 08:42(AM)

GPS Map Camera
Dibakarpur, West Bengal, India
3WP4+J9G, Dibakarpur, West Bengal 721656, India
Lat 22.085563°
Long 87.906639°
12/02/23 11:06 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Nankar Chak, West Bengal, India
3VPX+X8, Nankar Chak, West Bengal 721625, India
Lat 22.086183°
Long 87.898691°
12/02/23 10:25 AM GMT +05:30
Google

HALDIA GOVERNMENT COLLEGE
হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়
সমাজতত্ত্ব বিভাগ
প্রশ্নতালিকা (Schedule)
বিষয় : পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
[Dowry as a Social Problem]

---

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান কর্তা :

8) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐
২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরণ : ১) যৌথ ☐
২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৪) আপনার স্বামী / স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স ছিল ?

➡

১৫) পনপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত :

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পন দিতে হয়েছিল ? যদি হয় তাহলে কি কি ?

➡

➡

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পন দিয়েছিল ?

১) নগত টাকা ☐

২) জিনিসপত্র ☐

৩) উভয়ই ☐

১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম ?

➡

১৯) বিয়ের পর পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২০) পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল ?

➡

➡

২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার ধরনবলী কীরকম ?

৩) শারিরিক ☐

২) মানসিক ☐

৩) উভয়ই ☐

২২) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল ?

➡

২৩) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরুপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?

➡

➡

২৪) পনের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

➡

২৫) আপনার মতে পনপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?

➡

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পনপ্রথাকে সমর্থন করেন ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৭) আপনার কি মনে হয় পনপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৮) পন দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে ?

১)হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পন দেবেন?

১)হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

➡

৩২) আপনার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পনপ্রথা দূর করা যাবে ?

১) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

২) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

৩) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

৪) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পনপ্রথা কি একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৫)পনপ্রথা কি একটি জলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৬) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা,অশিক্ষা,দারিদ্রতা পনপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৭) আপনি কি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৯) পনপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪০) সরকারের কি পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় 'পন নয় ' বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪২) পনপ্রথার প্রভাব গুলি কি কি ?

১) বধূ নির্যাতন ☐

২) বধূ হত্যা ☐

৩) অন্যান্য ☐

৪৩) পনপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে ?

➡

____

সমীক্ষকের স্বাক্ষর

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(References)

1. Ahuja, M, 1996: ‘**Windose**’, New Age, New Delhi.
2. Ahuja, R, 1996: ‘**Sociological Criminology**’, New Age, New Delhi.
3. Ahuja, R, 1997: ‘**Social Problem In India**’, Rawat Publication, Joypur.
4. মহাপাত্র, অ, ২০০৬ : ‘**ভারতের সামাজিক সমস্যা**’, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।
5. চৌধুরী, অ, ২০১৮: ‘**সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্ব**’, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা।
6. https://eisamay.com
7. https://www.ebookbou.edu.BD
8. https://chaipatspbmahavidyaloya.ac.in
9. https://bn.vikaspedia.in
10. https://www.myallgarbage.com
11. https://bn.m.wikipedia.org
12. https://www.bishleshon.com
13. https://www.aponzonepatrika.com/news/ponprotha/19437
14. https://www.myallgarbage.com/2018/01/dowry-system.html
15. https://bn.vikaspedia.in/social-